অবিশ্বাস্য

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। চাকুলিয়া এরোড্রোমের চিফ্এন্জিনিয়ারের তক্মা-পরা উর্দিআঁটা চাপরাশী নামলো যেস্টেশন ওয়াগন থেকে সে স্টেশন-ওয়াগন আমার খোলার বাড়ির দোরে কেন ?এগিয়ে গেলুম—কি ব্যাপার চাপরাশী সাহেব ?কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?ভুল করনি তো ?

—আপ্কো নাম আছে চাটর্জি বাবু ?ইস্কুল-কা মাস্টার ?একঠো চিট্টি হ্যাঁয় বড়া সাব্কা, আপ্কা নামমে।

—কোন্ বড় সাহেব ?

—চিফ এজিনিয়ার সাব, চাকুলিয়া এরোড্রোম।

—হ্যাঁ, আমারই নাম শৈলেন চট্টোপাধ্যায়।

—এস. এন. চাটর্জি—এহি লিজিয়ে—ঠিক হুয়া, ওহিনামমে চিট্টি হ্যাঁয়।

অ্যাঁ ? ...বলে কি ! আমার নামের চিঠি ! তাতে লেখা

আছেঃ

"ভাই বগ্দা, অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। তোর 'বগদা' নাম আমরাই দিয়েছিলাম, মনে আছে ?তুইএখানে মাস্টারি করিস শুনলাম—তাই গাড়ি পাঠালুম। বৌও ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসবি, এখানেই খাবি রাত্রে।গাড়ি করে পাঠিয়ে দেবো। আসা চাই—একা নয় কিন্তু, সস্ত্রীক।ইতি—তোদের ধীরেন রায়।"

ঘাটপাত্লে হাই-স্কুল। আমার মাসির বাড়ি। মেসোমশায় আমায় ভালো চোখে দেখেন নি কখনো। তাঁর কড়া নির্মমশাসন,হৃদয়হীন শাস্তি। মাসিমার খিট্খিটে মেজাজ, বেশি ভাতখাই বলে দুবেলা পাকে-প্রকারে অনুযোগ। সহপাঠীরা 'বগ্দা'বলে খেপাতো। পেটভরে খেতে পেতাম না। কাপড় সেলাইকরে পরতে হত।

কিন্তু ধীরেন রায় কোন্ ছেলেটি ! আজ পঁচিশ বছরআগেকার বিস্মৃতপ্রায় স্কুল-জীবনের দিনগুলির কুয়াশার মধ্যেধীরেন বলে কোনো ছেলের মুখ তো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না চোখের সামনে ?নাম সব ভুলে গিয়েচি। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়েস হল। পনেরো-ষোল বছরের কথা কত মনে আছে, বিশেষত এই দরিদ্র জীবনে ?

সুহাসিনী শুনে হঠাৎ বড় ভয় পেয়ে গেল। অত বড়লোকের বাড়ি যাওয়ার উপযুক্ত শাড়ি নেই, গহনা তোদুগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার কাজ করা চুড়ি। তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি লাল কলকা-পাড় একমাত্র ভালো শাড়িখানা, যাকি-না ব্রিটিশ ফ্ল্যাগের মতো সর্বজনবিদিত, পরিবর্তনহীন ওঅকাট্য হয়ে উঠেচে, পরে উঠলো ছেলেমেয়ের হাত ধরেগাড়িতে।

গবর্নমেন্টের গাড়ি হু হু বেগে ছুটলো মাঠ-বনের পাশকাটিয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তা বেয়ে। স্টেশন-ওয়াগনের মধ্যে তিনটি গদিমোড়া বেঞ্চি—হাত পা মেলে দিব্যি বসা গেল।

সুহাসিনী জীবনে এতদূর মোটরগাড়ি চড়ে যায় নিকখনো, সে এবং ছেলেমেয়েরা খুশি-উপ্চে-পড়া চোখগুলোবড় বড় করে জানলা দিয়ে দ্রুত চলমান গাছপালা, পাথর, ঝরনার দিকে চেয়ে ছিল। মাঝে মাঝে বলছিল—হ্যাঁগা, আমরাক'মাইল এলাম ?ঐ ঘরখানাতে কারা আছে ?দ্যাখো দ্যাখোকি চমৎকার ফুল ফুটে আছে বনে ! আচ্ছা, এটা কি নদী ?আরকদ্দূর আছে ?বেশ সিনারি এ জায়গাটার, না ?ওটা কি পাহাড় ?ঐ যে বন-ধুঁধুলের ফুল ফুটে আছে দেখলাম, ওইধুঁধুল কিতরকারি বেঁধে খায় ?জবার জামাটা খুব ময়লা না তো ?তাকিয়ে দ্যাখো তো ! বাঃ কি সুন্দর ঢালু পাহাড়টা। দ্যাখোদ্যাখো—পাহাড়ের ওপর ওটা কি গাছ ?কুসুম গাছ ?...

চাকুলিয়া এরোড্রামে গাড়ি পৌঁছে গেল। তারপরওপাঁচ মিনিট চলবার পর একটা সাদা বড় বাংলোর সামনে হর্নদিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই ফুল-প্যান্ট ও হাতগোটানো কামিজ পরা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দেখা দিলেন, তার পেছনে একটি ভদ্রমহিলাএসে দাঁড়ালেন, ছোট-বড় ছেলেমেয়ে সঙ্গে। সুহাসিনীর মুখচুন হয়ে

গিয়েচে দেখলাম, বেচারি এমন বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে কখনো আসেনি, দেখেশুনে ঘাবড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় ওর পক্ষে।

—আরে এই যে, আয় বগ্‌দা ! এসো এসো বৌ-ঠাকরুন।ওগো, এই দ্যাখো আমাদের বগ্‌দা। তারপর—সব ভালো ?একটি ছেলে, দুটি মেয়ে ?বেশ বেশ...থাক্ থাক্, এসো বাবা, সুখে থাকো, —ইনি তোমাদের কাকীমা হন, প্রণাম করো।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে সাহেবী-পোশাক-পরাব্যক্তিটির দিকে চেয়েছিলুম। আরে, এ দেখছি আমাদেরক্লাসের সেই হাজু! সে সেকেন্ড মাস্টারের অঙ্কের পিরিয়ডে নিয়মিত টাস্কের খাতা দেখাতো, একদিনও বাদ দিত না বলেমনে আছে সেকেন্ড মাস্টার ওকে বড্ড ভালোবাসতেন। কিন্তুনীলমণি মিত্রের ইংরিজির পিরিয়ডে হাজু পেছনের বেঞ্চিতে আত্মগোপন করতো কোথায়, একদিন একটাও পার্সিং করতেশুনিনি ওর মুখে। আর মনে আছে ফুটবল খেলতে গিয়েস্কুলের মাঠে ওর হাড় ভেঙে গিয়েছিল। মাসখানেক সেজন্যহাসপাতালে ছিল। মেয়েরা চলে গেল বাড়ির মধ্যে, আমি ওহাজু বসে বসে কত পুরনো কথা বলতে লাগলুম। ঘণ্টাখানেককেটে গেল। হাজুর বড় মেয়ে চা ও খাবার দিয়ে গেল আমাদের দুজনের।

মিথ্যে কথা বলবো না, অনেকক্ষণ থেকে এই খাবারেরপ্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল ক্ষুধাতুর মন। তা খাবার এলোভালোই—লুচি, বেগুনভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, সন্দেশ, রাবড়ি। পরিশেষে চা।

হাজু বললে—সব বাড়ির তৈরি। গৃহিণী ভালোরাঁধিয়ে—ওই মস্ত এক সুখ ।

—কই, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি তো?

—চল্ বাড়ির মধ্যে। খাবার-টাবার তৈরি করছিল। রাত্রেএখানে খেয়ে যাবি কিন্তু।

—এই তো ভাই যথেষ্ট পেটভরা খাওয়া হল। আবার রাত্রে কি খাবো ?—কথাটা কিন্তু আদৌ অতিরঞ্জিত বলিনি।

চা খাওয়ার পর হাজু বললে—চল্—এরোড্রোমের রান্-ওয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

—বৌকেও নিয়ে যাবো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব, সেখানেখাওয়া যাবে।

সুহাসিনী এসে মোটরে উঠলো হাজুর সঙ্গে—আলাপকরিয়ে দিলাম। হাজু বললে—বৌ-ঠাকরুন, একদিন আপনারহাতের রান্না খেতে যাচ্ছি কিন্তু—

সুহাসিনী বললে—সামনের রবিবার চলুন না সবাই। দিদি, মন্টু, নীলিমা, অণিমা সবাই যাবে।

হাজু হেসে বললে—সে হবেনা। স্টেশন ছেড়ে বেশিক্ষণকোথাও যাবার জো নেই আমার। খাবো গিয়ে সন্ধের পরই। ঘণ্টাখানেক থাকবো। বাড়িতে এরা না থাকলে চলবে না, এরোড্রোমের সাহেব-সুবো আসে ঐদিন বেড়াতে—তাদেরচা-টা দিতে হবে। আমি ঠিক যাবো।

—মন্টু, নীলিমা, অণিমাকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

চাকুলিয়া এরোড্রোমের নানা জায়গা ঘুরে কেনেডি বলে এক সাহেবের বাংলোয় হাজু মোটর নিয়ে হাজির হল। কেনেডি এরোড্রোমের গ্রাউন্ড অফিসার এবং এন্‌জিনিয়ার।হাজুর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বোঝা গেল। আমাকে, বিশেষকরে সুহাসিনীকে, খুব খাতির করলে। সুহাসিনী তো ভয়ে ওসংকোচে জড়োসড়ো। ছেলেমেয়েদের বিস্কুট, পনির, কলাপ্রভৃতি খেতে দিলে। আমাদের দিলে কফি। দেশী গান শুনতেনাকি বড় ভালোবাসে শুনে আমি সুহাসিনীকে একটা গানকরতে বললাম। সুহাসিনী গরিবের ঘরণী বটে, কিন্তু ভারিসুন্দর ওর কণ্ঠ, তবে সময়াভাবে চর্চা না হওয়ায় নতুন আর কিছু শিখতে পারে নি। রজনী সেনের একটা গান ও

কেমন চমৎকার গাইলে। কেনেডি শুনে খুব খুশি। আমি বললাম, যেদিন আমাদের বাড়ি যাবে কেনেডিকেও নিয়ে যেয়ো। সুহাসিনীও তাই বললে। কেনেডিকে আমি সুহাসিনীর অনুরোধ বুঝিয়ে দিলাম। কেনেডির খুশি আর ধরে না। সুহাসিনীকে বললে—মাইইন্ডিয়ান সিস্‌টার, আই মাস্‌ট কীপ ইওর ইন্‌ভিটেশন !

হাজুর বাংলোয় যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত আটটা। তখুনি আমাদের খাবার জায়গা হল। ঘি-ভাত, মাংস, মাছ, চাটনি, পায়েস ও সন্দেশ। বেশ রান্না। ঘি খুব ভালো। মুঙ্গের থেকে কে একজন ওকে এই ঘি নাকি এনে দেয়।

খাওয়া হয়ে গেলে স্টেশন-ওয়াগন তৈরি হয়ে এল আমাদের জন্যে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে চড়ে আমরা হওনা হলাম। আবার সেই অরণ্যপথ ও মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ। সমস্ত পথসুহাসিনী কেবল সেইকথা বলতে বলতে এলো।বললে—আগে ভেবেছিলাম বড়লোকের কাণ্ড-কারখানা, না জানি কি বিপদেইপড়বো গিয়ে ! কিন্তু এমন অমায়িক সবাই ! দিদি তো মাটির মানুষ। তেমনি ঠাকুর-পো। সাহেবটাই বা কি ভালো লোক !ওদের কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে হবে রবিবারে। আমি ছেলেমেয়েদের আনতে বলে দিয়ে এসেচি।

আমরা রাত দশটার সময়ে এসে নিজেদের খোলার ঘরের বাসায় পৌঁছলাম। উৎসাহ ও আনন্দে সুহাসিনী সারারাত প্রায় জেগেই রইল এবং শুধুই এরোড্রাম-ভ্রমণের নানাঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। সে জীবনে কখনো এমনমোটর-ভ্রমণ করে নি, এমন সুখাদ্য খায় নি, এত বড়দরের লোকের সঙ্গে মেশেনি। সবটা মিলিয়ে আজ তার জীবনের একটি অতি স্মরণীয় দিন। আমার তৃপ্তি এই ভেবে যে, আমার নিজের কোনো দিনও ক্ষমতা হত না ওকে এভাবে আনন্দ দিই—তবুও অপরের দৌলতে যা হয় একটু আমোদ-আহ্লাদের মুখ দেখে নিলে একদিন।

–আচ্ছা, ওঁদের কি খাওয়াবো বল দিকি ? সাহেবটা যদি আসে, আমাদের খাওয়া খাবে তো ?

ঘি-ভাত রাঁধতে পারবে না ?

-খুব।

-মাংস আর ঘি-ভাত রেঁধো। পায়েসের দুধ কতটা লাগবে বলো তো ?

—তা আড়াই সেরের কম নয়। সেও ধরো একটা টাকা।বাদাম কিসমিস্‌ চাই।

—বাদাম নয়, পেস্তা বলো।

—ওই হল। পেস্তা।

—মাছ, কি মাছ আনবো ?

রুই কি কাতলা এনো। কিন্তু মাছ কোথায় পাবে এসময় ? মনে হচ্ছেনা যে মাছ পাবে। দেখো চেষ্টা করে। তোমার বন্ধুটি মাছ-মাংস খুব ভালোবাসেন।

—কে বললে তোমায় ?

—দিদি বলছিলেন।

—মুরগী খায় বলেচে ?

—ওঃ, খুব। বাড়িতে মুরগী পোষে, পেছন দিকটাতে। নাখেলে বাড়িতে মুরগী পোষে কেন ?

শেষরাতের দিকে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেও যেন বড় স্টেশন-ওয়াগনের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে চক্রাকারে মস্ত বড় রানওয়েটায় ঘুরচি...ঘুরচি...

*　　*　　*

বাবু ! বাবুজি ! বাবু !

আগেই মোটর আসার শব্দ পেয়েছি। সেই স্টেশন ওয়াগনটা। ছুটে বাইরে এলাম। সবে স্কুল থেকে এসে বসেছি হাত-পা ধুয়ে। বেলা পাঁচটা।

–কি ব্যাপার চাপরাশী সাহেব ? বড় সাহেব পাঠিয়েছেবুঝি ? চিঠি কই, দ্যায় নি ?

—বাবুজি, বড়া সাব—নেহি হ্যাঁয়। আজ বেলাকরীব একবাজে বহুৎ ভারী অ্যাকসিডেন্ট হুয়া দো নম্বর রান-ওয়েমে। পাম্খল ফাটাতা থা ডিনামাইটসে। বড়া সাব হুয়াপর হাজিরথা—মগর ওহি পাম্খল ফাট করকে ছুটা বহু দূর। বড়াসাবকো মাথামে গিরা—একদম চুর হো গিয়া। মাইজিকো ফিট হুয়া, আবতক হোঁশ নেহি আয়া। কেনেডি সাহেবনে ভেজিনআপকো পাস—চলিয়ে। কেনেডি সাবকো চিট্টি হ্যাঁয়—

সুহাসিনী বাইরে এসে বললে—কার চিঠি গা ? ওঁরা আসবেন ? হাজু ঠাকুরপো লিখেচে ? কবে আসবে ?